তারিখ ... 18 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 6 ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

নীতিমালা না মেনেই চলছে বেসরকারি পলিটেকনিক

কারিগরি প্রতিষ্ঠান অথচ ল্যাবরেটরি ও ওয়ার্কশপ নেই। ৮৭ প্রতিষ্ঠানকে নোটিস

■ নিজামুল হক

দেশে ৪৬১টি বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থাকলেও মোটামুটি ভালো মানের ৩০টি। বাকি ৪ শতাধিক প্রতিষ্ঠানের মান নিয়ে সংশয় খোদ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্মকর্তাদের। বছরের পর বছর ধরে একই চিত্র। পুরনো প্রতিষ্ঠানগুলোর মান তদারকিতে ব্যর্থ হওয়ার পরও নতুন করে প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। গত এক বছরে অনুমোদন পেয়েছে ৩০টি নতুন বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

আবার কারিগরি বোর্ডের কর্মকর্তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকার পরও পলিটেকনিকগুলোর বিরুদ্ধে এখনো কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, এই বোর্ডের কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী 'মানহীন' পলিটেকনিকগুলোর কাছ থেকে অনৈতিকভাবে আর্থিক সুবিধা নিয়ে থাকে। এ কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

তবে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার ব্যর্থতায় স্বীকৃতি/পাঠদান কেন বাতিল করা হবে না তা জানতে ১ মাসের মধ্যে জবাব চেয়ে বোর্ডের পক্ষ থেকে ৮৭ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, পলিটেকনিকগুলোর মান তদারকির জন্য বোর্ডের পরিদর্শকের নেতৃত্বে একাধিক কর্মকর্তা রয়েছেন। নিয়মিত এসব প্রতিষ্ঠানের মান দেখার কথা। কিন্তু নিয়মিত পরিদর্শন হচ্ছে না। পরিদর্শক আবদুল কুদ্দুস পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

নীতিমালা না মেনেই

২০ পৃষ্ঠার পর

সরদার সম্প্রতি পরিদর্শন করেছেন এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের তথ্য দিতে পারেনি। তিনি এই প্রতিবেদককে বলেছেন, যখন পরিদর্শনে যাই, দেখা যায় যন্ত্রপাতি, ল্যাব সাজানো। কিন্তু পরিদর্শন শেষে সেগুলো আবার নিয়ে যাওয়া হয়। হাতে নাতে প্রমাণ না পেলে এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কীভাবে ব্যবস্থা নেব।

কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে গঠিত কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। বিভিন্ন কোর্সের পাশাপাশি শিক্ষাবোর্ড চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অনুমোদন দিয়ে থাকে।

এসব প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের জন্য রয়েছে একটি নীতিমালা। নীতিমালা অনুযায়ী, শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষক কর্মচারী বাছাই কমিটি কারিগরি শিক্ষাবোর্ড গঠন করবে। কিন্তু নিয়োগের ক্ষেত্রে কারিগরি বোর্ড এমন কোনো কমিটি গঠন করেনি।

বোর্ডের নীতিমালায় দেখা যায়, একটি পলিটেকনিকের জন্য ১৫০ থেকে ২শ বর্গফুট বিশিষ্ট ৯টি সাধারণ কক্ষ, প্রতিটি টেকনোলজির জন্য ৪টি শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষকদের বসার জন্য দুটি পৃথক কক্ষ, পদার্থ ও রসায়নের জন্য ২শ বর্গফুটের জন্য ২টি পৃথক কক্ষ থাকতে হবে। এছাড়া সিভিল/আর্কিটেকচার কোর্সের জন্য ৪০০ থেকে ৬শ বর্গফুটের ১০টি ল্যাবরেটরি/ওয়ার্কশপ, মেকানিক্যাল টেকনোলজির জন্য ৪শ থেকে ৬শ বর্গফুটের ৮টি, ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির জন্য ৬টি, ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজির জন্য ৫টি, কম্পিউটার টেকনোলজির জন্য ৬টি, পাওয়ার টেকনোলজির জন্য ৫টি পৃথক ল্যাবরেটরি/ওয়ার্কশপ থাকতে হবে। কিন্তু দেশে যেসব পলিটেকনিক রয়েছে তার একটিতেও নীতিমালা অনুযায়ী অবকাঠামো সুবিধা নেই।

পরিদর্শক আব্দুল কুদ্দুস সরদার বলেছেন, ৩০টি প্রতিষ্ঠান ভালো চলছে। বাকিগুলো ভালো চলছে না। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমানও বলেছেন, ৪ শতাধিক প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ভালো নয়। নীতিমালা মানছে না। তবে ভালো মানের কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ভবন তৈরি করেছে।

তিনি আরো বলেন, কারিগরি শিক্ষায় উদ্যোক্তাদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য নীতিমালার ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছে। তবে এখন কোনো ছাড় দেওয়া হয় না। মান বৃদ্ধির জন্য ভবিষ্যতে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

প্রগতি সরণীয় আলফা ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি সিভিল এবং ইলেকট্রিক্যালের ওপর চার বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর অনুমোদন দিয়েছে বোর্ড। শর্ত অনুযায়ী, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য ১০টি এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য ৬টি পৃথক ল্যাব থাকার কথা। কিন্তু সব মিলে প্রতিষ্ঠানের ল্যাব আছে মাত্র ২টি।

স্মার্ট কম্পিউটার অ্যান্ড টেকনোলজি। এ প্রতিষ্ঠানের ৫টি টেকনোলজির ওপর চার বছর মেয়াদি কোর্স পড়ানোর অনুমোদন রয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানটির অন্তত ২০টি ল্যাবরেটরি থাকার কথা। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানের ভালো মানের ৫টি ল্যাবরেটরিও নেই। যে ল্যাবরেটরি রয়েছে তাতে পর্যাপ্ত উপকরণও নেই।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর